



159664 - কোন একজন নবীকে গালি দিয়ে কুফরী ও মুরতাদী

প্রশ্ন

কাফরে গোষ্ঠী আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়ে, দোষারোপ করে যসেব প্রচারণা চালায় সগেলো পড়ে কোন মুসলিম যদি রিগে গিয়ে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ -খ্রিস্টানদেরকে রাগানোর জন্য- আমাদের নতো ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অমার্জতি কিছু শব্দ উচ্চারণ করে এর হুকুম কি? সে ব্যক্তিকে কভাবে তওবা করতে হবে? তাকে কি কোন কাফফারা দিতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলিম আকদি শুধু সকল নবীদরে প্রতি ঈমান আনাকে ফরজ করে না; বরং তাদের সকলকে সম্মান করা, মর্যাদা দয়া, তাঁদের মর্যাদার সাথে সঙ্গতপূর্ণ সম্মান দয়াকে ফরজ করে। যহেতে তাঁরা হচ্ছনে- শ্রেষ্ট মানব, আল্লাহর নরিবাচতি মাখলুক। তাঁরা হচ্ছনে- হদায়তের আলোকবর্তিকা; যা অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করেছে, হৃদয়গুলোর পাশবিকতা দূর করে কোমলতা এনছে। তাঁদেরকে ছাড়া শান্তি ও সফলতার কোন পথ নহে।

তাইতো সকল আলমে ইজমা তথা ঐক্যমত পোষণ করছেন যে, নবীদরকে গালি দিয়ে, হয়ে প্রতাপিন করা হারাম। যে ব্যক্তি কর্তৃক এমন কিছু সংঘটিত হবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে; যমেনভাবে কটে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিলে মুরতাদ হয়ে যায়। কোন মুসলিম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূলদরে মাঝে কোন পার্থক্য করে না; ঠিকি আল্লাহ তাআলা যভাবে উল্লেখ করছেন: “বলুন, ‘আমরা আল্লাহতে ও আমাদের প্রতি যা নাযলি হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা নাযলি হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল তাতে ঈমান এনছে; আমরা তাঁদের কারও মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী (তথা মুসলিম)।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৮৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে সম্মান করার নরিদশে দিয়েছেন। একই বধিান অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রেরণ করছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাত তে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়।”[সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৮-৯]



যে ব্যক্তি কোন নবীকে হয়ে প্রতাপিন করবে তার কাফরে হওয়া প্রসঙ্গে আমরা এখানে আলমেগণরে কিছু উক্তি উল্লেখ করব:

ইবনে নুজাইম আল-হানাফি (রহঃ) বলেন:

“কটে কোন নবীর উপর কোন দোষারোপ করলে সে কাফরে হয়ে যাবে।”[আল-বাহরুর রায়কে (৫/১৩০) থেকে সমাপ্ত]

কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি তাঁকে (অর্থাতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) অপমান করবে কিংবা অন্য কোন নবীকে অপমান করবে কিংবা মর্যাদা ক্షুণ্ণ করবে, কিংবা তাদরেককে কষ্ট দবিবে কিংবা কোন নবীকে হত্যা করবে কিংবা কোন নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রমে কাফরে।”[আশ-শফি বি তারফিলি মুস্তফা (২/২৮৪) থেকে সমাপ্ত]

আল-দরিদরি আল-মালকী বলেন:

“যাঁর নবী হওয়া সর্বসম্মত এমন কাউকে যে ব্যক্তি গালি দবিবে কিংবা কোন নবীকে গালি দয়ের কারণ হবে সে ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে।”[হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ শারহলি কাবীর (৪/৩০৯)]

আল-শারবনী (রহঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি কোন নবীকে মথিয়া প্রতাপিন করবে কিংবা গালি দবিবে কিংবা অপমান করবে কিংবা নবীর নামকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করবে... সে কাফরে হয়ে যাবে।”[মুগনলি মুহতাজ (৫/৪২৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“নবীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি কোন একজন নবীকে গালি দবিবে ইমামদের সর্বসম্মতক্রমে তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। যমেনভাবে কোন নবীকে অস্বীকার করলে ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে অস্বীকার করলে যে কটে মুরতাদ হয়ে যায়। কারণ কারো ঈমান পরপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাগণরে প্রতি, তাঁর গ্নন্থাবলীর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণরে প্রতি ঈমান না আনবে।[সাফাদয়িয়া (১/২৬২) থেকে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এমন মহা পাপে লিপ্ত হয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে- অনতবিলম্বে সত্যকার তওবা করা। দুই সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করে ইসলামে ফরি আসা এবং সকল নবীগণকে সম্মান করা।

অতঃপর পূর্ণ একীনের সাথে জনে রাখুন, যত গোষ্ঠী নজিদেরেকে নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করে আমরা তাদের চয়ে নবীগণরে



বশে কাছরে মানুষ। তাই যদি কউে কোন নবীকে গালি দিয়ে বা কষ্ট দিয়ে সক্ষেত্রে আমাদরে কর্তব্য হচ্চে- সকল নবীদরে প্রতিক্ষা করা। আমাদরে নবীর প্রতিক্ষা হবে অন্য নবীগণকে সম্মান করার মাধ্যমে, সাধারণ মানুষরে উপর তাঁদরে মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এবং তাঁদরে একজনরে রসিলাতরে সাথে অন্যজনরে রসিলাতরে সম্পৃক্ততা বর্ণনা করার মাধ্যমে। তাঁরা হচ্চনে ঠকি যমেনট আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলচ্চনে: “আমার উদাহরণ ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণরে উদাহরণ হচ্চে- ঐ ব্যক্তি মত যনি একটি বাড়ি বানয়িচ্চনে এবং সে বাড়ীটি সৌন্দর্যমণ্ডতি ও সুশোভতি করচ্চনে। তবে এক কর্নাররে একটি ইট ছাড়া। লোকরো সে বাড়ীটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, দেখে বমিহতি হচ্ছিল এবং বলছিল, এই জায়গাতে যদি ইটটি রাখা হত। আমি হচ্ছি সেই ইট। আমি হচ্ছি- সর্বশেষে নবী।”[সহি বুখারী (৩৫৩৫) ও সহি মুসলমি (২২৮৭)]

আল্লাহই ভাল জাননে।